তারিখ ... 14 MAY 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... ১

‘স্বর্ণখচিত’ ফল

মো. আসাদুল্লাহ

সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দিচ্ছে– এ বছর পাসের হার গত সাত বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। পরীক্ষায় কেউ ভালো করবে আবার কেউ তার প্রত্যাশিত ফল পাবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে সব সময় সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ ফল প্রত্যাশা করা বাস্তবসম্মত কি? এতে সন্তানের ওপর চাপ পড়ে, যেটা অনেকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। কিন্তু দেশে এমন এক সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থী জিপিএ ৫ না পেলে তার কদর নেই। কি শহর, কি গ্রাম; প্রত্যাশার পারদ একেবারে তুঙ্গে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই উন্নততর হয়েছে যে, এখন জিপিএ ৫ ব্যতীত সে ঠিক জাগে না, জাগতে চায় না। শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষক-সমাজ– সবাই চায় সর্বোচ্চ ফলের নিশ্চয়তা। এর বাইরে ভিন্ন কিছু গ্রহণ করার সেকেলে মানসিকতার অকাল অবসান ঘটেছে বহু আগে। শিক্ষার্থীরই বা কী দোষ? পারুক বা না পারুক তাকে নিদেনপক্ষে অভিনয় করে যেতে হয়। যেটা তার ভালো লাগে না সেটাও তাকে করতে হয়। আর অভিভাবকরাই বা সর্বোচ্চ ফল চাইবেন না কেন? আকাশচুম্বী স্কুলের ফি, ন্যায্যমূল্যের কোচিং সেন্টারের সহজলভ্যতা, ভালো-মন্দের মিশেলে তৈরি অদ্বিতীয় সাজেশনের প্রাচুর্য, সকাল-সন্ধ্যা গৃহশিক্ষকের দম বন্ধ করা খাটুনির আনুষঙ্গিক খরচও কম নয়। তো এত বিনিয়োগের (!) পরও যদি আপনি সবচেয়ে সেরা রিটার্ন না চান, তাহলে ধরে নিতে হবে আপনি বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারী নন। প্রতিটি বিনিয়োগের বিপরীতে অবশ্যই নিশ্চিত মুনাফার হাতছানি না থাকলে সমাজ-জগৎ এগোবে কী করে? কাজেই যেখানে সমাজ-জগতের গতিশীলতা, গতিময়তার প্রশ্ন; জড়তায় আচ্ছন্ন না হওয়ার প্রশ্ন, সেখানে সন্তানের সক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার করার প্রয়োজনটাই বা কিসের? আবার কোচিং সেন্টারে সর্বোচ্চ ফলের নিশ্চয়তা প্রদান, গৃহশিক্ষকের ক্রমাগত অঙ্গীকার, স্কুলের গ্যারান্টি; সব মিলিয়ে জিপিএ ৫-মুখর পরিবেশে পিতা-মাতার চাওয়াকে দোষ দেওয়া যায় কি? একবার ভাবুন তো, দেশে যখন সনাতন পদ্ধতির ফল ব্যবস্থা ছিল, তখন যদি প্রত্যেক বাবা-মা চাইতেন তার সন্তান বোর্ড স্ট্যান্ড করুক অথবা নিদেনপক্ষে স্টার মার্কস পাক; এর নিচে কোনো কিছুই মানা হবে না। তাহলে এতদিন অনেকেরই ঘরের ভাত কপালে জুটত কি-না বলা মুশকিল। তাহলে কি জিপিএ ৫-ই শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের একমাত্র মানদণ্ড? শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিলেই কি সর্বোচ্চ ফল অর্জন করতে হবে? আরও তো অনেক গ্রেড রয়েছে তাহলে শুধু জিপিএ ৫ কেন? সর্বোচ্চ ফল করতে না পারলেই কি জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে? না, বিষয়টি মোটেই তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থী আছে, যারা জীবনের কোনো স্তরেই জিপিএ ৫ পায়নি। তাই বলে তারা থেমে থাকেনি। আশানুরূপ ফল না হওয়া ও অকৃতকার্য হওয়ায় জীবন দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। হয়তো প্রত্যাশার চাপ সহ্য করতে না পেরেই এই আত্মহনন! এ প্রবণতা থামানো দরকার। জিপিএ ৫ নিয়ে অসম্ভব উন্মাদনা কাম্য নয়। তবে এসব ঘটনার বিপরীতে দু-একটি কুর্ণিশ করার মতো বিষয়ও উঠে এসেছে। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার সাইফুদ্দিন রাফি ৪ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও তার অন্ধত্বকে রুখে দিয়ে এবারের মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে। জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার বিউটি আকতার জন্ম থেকেই তার দুই হাত না থাকায় পা দিয়ে লিখে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে। তারা অবশ্যই অনুপ্রেরণার যোগ্য এ কারণে যে, অতি অল্প বয়সে জীবন তাদের সঙ্গে যে ধরনের আড়ি বেঁধেছিল; সেখান থেকে কত সহজেই তারা বেরিয়ে এসেছে। কিসের শক্তিতে, কিসের মন্ত্রে তারা এত বাধা জয় করল? হয়তো এখানে অভিভাবকের ক্রমাগত সফল হওয়ার সবক নেই, তাড়াহুড়ো নেই। সর্বদা প্রথম হওয়ার গুণ নেই। তাদেরকে অভিনন্দন।

অন্যদৃষ্টি

সহকারী অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ashadullah.bd@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ.....
টীম.....
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে